তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর :৫০৩৮

**মেধাসম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করা অপরিহার্য**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা,৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বস্তুগত সম্পদের মালিকানার মতোই   
মেধাসম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। মেধাসম্পদের মালিকানা সুরক্ষিত না হলে দেশে উদ্ভাবন কিংবা সৃষ্টিশীলতা বিকশিত হবে না। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা হচ্ছে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্ত। মেধাস্বত্ব সুরক্ষায় কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং প‌্যাটেন্টের জন‌্য যুগোপযোগী ইন্টিলেকচ‌্যুয়াল প্রপার্টি রাইট (আইপিআর) আইনের পাশাপাশি ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ‌্যমে আইপিআর চালু এবং মেধাসম্পদ আন্তর্জাতিকীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তার ওপর মন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় রবি’র প্রধান কার্যালয়ে মোবাইল অপারেটর রবি এবং টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন টিআরএনবি’র যৌথ উদ‌্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং প‌্যাটেন্ট বিষয়ে উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের মধ‌্যে ব‌্যাপক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এই বিষয়ে সংবাদ মাধ‌্যমসহ টিআরএনবিকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মন্ত্রী মেধাস্বত্ব নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বলেন, কাগজভিত্তিক প্রকাশনার ওপর ভিত্তি করে কপি রাইটের সূচনা হয়। এখন সময় পাল্টেছে বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাস্বত্বের পাশাপাশি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা রোবট দ্বারাও উদ্ভাবন হচ্ছে। উদ্ভাবনের এইসব বিষয়সমূহ মাথায় রেখেই মেধাস্বত্ব বিষয়টি নিয়ে আইন প্রণয়ন করার বিকল্প নেই। মন্ত্রী বলেন, উদ্বাবনের মালিকানা স্বত্ব না পেলে উদ্ভাবক সৃষ্টি হবে না। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা রোবটিক্সের মাধ‌্যমে উদ্ভাবিত সৃষ্টিশীলতার মেধার মালিকানা কার থাকবে আইনে তাও স্পষ্ট হওয়া উচিত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বের জায়গায় উপনীত হয়েছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এখন প্রস্তুত।

টিআরএনবি সভাপতি রাশেদ মেহেদির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রবি’র সিইও রাজীব শেঠী, এমটবের সেক্রেটারি জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবসরপ্রাপ্ত), বেসিস সভাপতি রাসেল টি আহমেদ, টিআরএনবি সেক্রেটারি মোঃ মাসুদুজ্জামান রবিন, কপিরাইট কার্যালয়ের কর্মকর্তা নওরীন জাহান নিশা এবং   
ই-ক‌্যাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন শিপন বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব‌্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ।

বক্তারা মেধাস্বত্ব সুরক্ষায় কপি রাইট, ট্রেডমার্ক এবং প‌্যাটেন্টের জন‌্য যুগোপযোগী আইপিআর আইনের পাশাপাশি ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তার উদ্ভাবকদের মধ‌্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

#

শেফায়েত/সিরাজ/সঞ্জীব/রফিকুল/লিখন/২০২২/২০১৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩৭

**দেশের রিজার্ভের সিংহভাগ আসবে মেরিটাইম সেক্টর থেকে**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। আমাদের পতাকাবাহী জাহাজ ছিল ৬১টি। সেখান থেকে ৯২টিতে উন্নীত হয়েছে। এক বছরের মধ‍্যে ২০০ থেকে ৩০০ এর মধ‍্যে চলে যাবে। দেশের রিজার্ভের সিংহভাগ আসবে মেরিটাইম সেক্টর থেকে। ২০৪১ সালের মধ‍্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে নৌ স্থাপত‍্য ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ বিরাট ভূমিকা রাখবে এবং সুনীল অর্থনীতির পথ দেখাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কাউন্সিল ভবনে নৌ-স্থাপত্য এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আয়োজিত ‘মেরিন টেকনোলজি বিষয়ক ((MARTEC 2022) ১৩তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে মানসম্পন্ন অনেক শিপইয়ার্ড আছে। সেখানে উন্নতমানের জাহাজ তৈরি হয়। জাহাজ নির্মাণের জন‍্য ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশের সাথে মেরিটাইম সেক্টরে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শিমুলিয়াতে ল‍্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। নগরবাড়ি, বাঘাবাড়ি ও নোয়াপাড়া নৌবন্দরের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর ফলে নৌপথে পণ‍্য পরিবহন সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। রাস্তার উপর চাপ কমবে। প্রধানমন্ত্রী মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। চট্টগাম ও মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন হচ্ছে। পায়রা বন্দরের উন্নয়ন হচ্ছে। মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজ চলছে। সেটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাব হবে। সরকার ৩৭টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর নিয়ে কাজ করছে। মুক্তারপুর, খানপুরে ইনল‍্যান্ড কন্টেইনার ডিপো নির্মিত হচ্ছে। মুক্তারপুরকে বাংলাদেশ-ভারতের পোর্ট অভ্ কল ঘোষণা করা হয়েছে। পানগাঁওয়ে ইনল‍্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতাকে হারানোর পরে অল্প সময়ের মধ্যেই ভালো নেতৃত্ব পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে জায়গায় দাড়িয়ে গেছে, সেখানে থেকে নামাতে পারবে না। আরো এগিয়ে যাবে। যারা বাঙালি জাতিকে নিয়ে কটাক্ষ করেছিল, তাচ্ছিল্য করেছিল তাদের দেখিয়ে দিতে চাই আমরা পারি। মেরিটাইম সেক্টরে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান, সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম‍্যান প্রফেসর সাজিদুল বারী, টেকনিক‍্যাল কমিটির চেয়ারম‍্যান ড.মাসুদ করিম এবং ড. শহীদুল ইসলাম।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৯২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩৬

**১২ দল করেও এগুতে পারবে না বিএনপি**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) :

বিএনপি তাদের ২০ দলীয় জোট ভেঙ্গে ১২ দল করেও এগুতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি আন্দোলন-সংগ্রাম করার জন্যই ২০ দলীয় জোট করেছিল। তারা দেখতে পেল যে, ২০ দলীয় জোটের গাড়ি মোটেও আগায়নি। এখন ২০ দল ভেঙে ১২ দল করলে আরো এগুবে না, পিছিয়ে যাবে। যে ১২ দলের কথা বলা হচ্ছে আর অনেকগুলো দল অনভিজ্ঞ এবং এই ১২ দলীয় জোটের সম্মিলিত শক্তি আমাদের একটা থানায় কিংবা ঢাকা শহরের একটা ওয়ার্ডের শক্তির চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে কম। সুতরাং এগুলো আসলে জনগণ বিবর্জিত রাজনীতিবিদদের প্ল্যাটফর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।’

**‘কূটনীতিকদের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলা উচিত’**

কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কূটনীতিকদের কথা বলা থেকে বিরত থাকাকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাসের বিবৃতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিদেশি কূটনীতিকদের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলা উচিত। রাশিয়ার দূতাবাস থেকে যে বিবৃতিটা দেওয়া হয়েছে সেখানে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। কিছু দেশ যখন কোনো সরকারকে চাপে রাখার চেষ্টা করে তখন তারা সংশ্লিষ্ট দেশে মানবাধিকারের ধূয়া তোলে। অথচ দেখা যায় যারা মানবাধিকারের কথা বলে, সে সমস্ত দেশে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। একইসাথে কোনো দেশের রাজনৈতিক বিষয়গুলো যা একেবারেই অভ্যন্তরীণ, সে সব বিষয়েও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা- সেটিও বিবৃতিতে উঠে এসেছে। আমি মনে করি, যারা ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করে নানা ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন, এই বিবৃতি তাদের বোধদয় হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘একসময় আমাদের বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থমন্ত্রীকে প্যারিস কনসোর্টিয়ামের মিটিংয়ে ছুটে যেতে হতো। বাজেটের বেশির ভাগ অংশ আসতো অনুদান এবং ঋণ থেকে। এখন পরিস্থিতি উল্টে গেছে। আমাদের বাজেটের বেশির ভাগ, প্রায় ৯০ শতাংশ আমরা নিজেরা যোগান দেই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা বৈদেশিক ঋণ নেই না, প্রত্যাখান করি। আমরা এখন কারো মুখাপেক্ষী দেশ না। বাংলাদেশ এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। আমি মনে করি যখন কোনো বিদেশি কূটনীতিক আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করেন, সেটি আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অনেক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের মতো দাঁড়ায়। তবে এই ক্ষেত্রে আমি তাদেরকেই দোষ দেবো যারা ক্ষণে ক্ষণে বিদেশিদের কাছে ছুটে যায় এবং তাদের পদলেহন করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তারাই প্রকৃত দোষী।’

আওয়ামী লীগের আসন্ন জাতীয় সম্মেলন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের দলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই এবং আওয়ামী লীগের প্রত্যেক কর্মী সমর্থক চায় জননেত্রী শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন। শুধু তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাক সেটিই নয়, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প আজকে বাংলাদেশে নেই। তিনি যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, একটি অনুন্নত দেশকে আজ যেভাবে উন্নয়শীল দেশে উন্নীত করেছেন, উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর যে প্রাণান্তর প্রচেষ্টা, আজকে বিশ্ব সম্প্রদায় সেটির প্রশংসা করছে। তার বিকল্প আওয়ামী লীগে কেউ নেই।’ এসময় সাংবাদিকরা বারবার পদ নিয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী, তিনিই আমাদের সুপ্রিম লিডার। কে কোন পদে থাকবেন তিনিই ঠিক করবেন।’

সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তরের আগে অর্জন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এবং এইচ এম মেহেদী হাসান গ্রন্থিত ‘বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শেখ হাসিনা’ এবং ‘বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণ’ দু’টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী । প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, প্রকাশক আবু হাশেম সরকার, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৯০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৭ হাজার ৯০ জন।

#

কবীর/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০৩৪

**শেখ হাসিনার সরকার সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে**

**-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমনে কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান করা হয়েছে। দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি, দরিদ্র নারী সমাজের জন্য মাতৃকালীন ভাতা ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ দশটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন পর্যায়ের নারী সংগঠকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন , সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, দুস্থ মহিলা ভাতা এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্তি করেছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসমূহে নারী অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি, দরিদ্র নারী সমাজের জন্য মাতৃকালীন ভাতা ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ দশটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কোভিডকালীন ‌‘নির্যাতিত দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল’ হতে বিপুল সংখ্যক দুস্থ নারী ও শিশুদের অনুদান দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বরিশালসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে চলছে। তিনি এসব কর্মসূচির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এলাকার সর্বস্তরের নারী ও শিশুদের কল্যাণে অধিকতর কল্যাণধর্মী কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি।

#

আহসান/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৫২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০৩৩

**ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র**

**--খাদ্যমন্ত্রী**

রাজশাহী, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর)

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বহুমাত্রিক অবদানের কথা অনন্য ইতিহাসের অংশ। তিনি এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আজ রাজশাহীর স্থানীয় এক হোটেলে ‘ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সেলিব্রেশন’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ভারতের সহকারী হাইকমিশন, রাজশাহী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, কখনও ওষুধ, কখনও খাদ্য কিংবা কখনও সেবার মাধ্যমে বুকভরা ভালবাসা দিয়ে ভারতের মানুষ যে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছে, সে ভালোবাসা কোনোদিন বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারবে না। বন্ধুত্ব আর আস্থার জায়গা আরো শক্তিশালী করতে উভয় দেশই কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, একসময় ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। দুদেশের সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনও সে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেকারনে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে। আর মুক্তিযোদ্ধারাই পারেন তাদের যুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে, ভবিষ্যতে সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। এসময় তিনি ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে জনগণের সাথে জনগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি, সংস্কৃতির বিনিময় ও বাণিজ্য ভারসাম্য আনার আহবান জানান।

সহকারী হাইকমিশনার বলেন, প্রতিটি ভালো কাজে ভারত বাংলাদেশকে সাথে রাখে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশি দেশের সাথে থেকে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করেছে ভারতের জনগণ। দুইদেশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মিল রয়েছে- যা দুইদেশের সম্পর্ককে করেছে মজবুত ও শক্তিশালী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার, রাজশাহী মনোজ কুমার, পুলিশ কমিশনার রাজশাহী মেট্রোপলিটন মোঃ আবুল কালাম সিদ্দিক, বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা শাহিনা আক্তার রেনী, বীর মুক্তিযোদ্ধা নওশের আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে খাদ্যমন্ত্রী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিবেশিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

#

কামাল/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩২

# গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য নিয়ে গণশুনানি জানুয়ারিতে

ঢাকা, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) :

# দেশের ছয় বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবনার ওপর আগামী জানুয়ারিতে গণশুনানি করবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আগামী ৮ এবং ৯ জানুয়ারি রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনের শহীদ এ কে এম শামসুল হক খান অডিটোরিয়ামে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০ টা থেকে বিলাল পাঁচটা পর্যন্ত শুনানি চলবে। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিইআরসি।

বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব/আবেদন দাখিল করেছে। ওই প্রস্তাব/আবেদনগুলো পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনের মাধ্যমে গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ইতোমধ্যে কমিশন গ্রহণ করেছে।

কমিশন জানায়, শুনানিতে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে আগামী ১ জানুয়ারির মধ্যে শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য কমিশনে নাম তালিকাভুক্তির জন্যও অনুরোধ করেছে বিইআরসি।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠেয় শুনানিতে অংশগ্রহণপূর্বক বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকোর বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফপুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব/আবেদন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী তথ্য-উপাত্ত ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপন করতে পারবেন।

আগামী ৮ জানুয়ারি পিডিবি, আরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকোর প্রস্তাবিত দামের শুনানি করা হবে। একদিনে শুনানি শেষ করা না গেলে প্রয়োজনে পর দিন ৯ জানুয়ারিও শুনানি অব্যাহত রাখা হবে।

বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাব/আবেদনসমূহের অনুলিপি অফিস চলাকালীন কমিশন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া কমিশনের ওয়েব সাইট [www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd) থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।

#

খলিলুর/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩১

**প্রধানমন্ত্রীকে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতির ধন্যবাদ**

**ঢাকাতে আর্জেন্টাইন দূতাবাস স্থাপনের ঘোষণা**

ঢাকা, ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) :

ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২ এর শিরোপা জয়ে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি ও জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বার্তার জবাবে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্দেজ প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্দেজ স্বাক্ষরিত চিঠিতে বাংলাদেশ-আর্জেন্টিনার কূটনৈতিক বন্ধনের ৫০ বছর পূর্তিতে ঢাকাতে দূতাবাস স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে ঢাকায় আর্জেন্টাইন দূতাবাস স্থাপনের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণ ভাতৃত্ব ও সম্প্রীতির দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হবে বলে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্দেজ অভিমত প্রকাশ করেন।

ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২ এর শিরোপা জয়ের পর দুই দেশের সরকার প্রধানের শুভেচ্ছাবার্তা বিনিময় কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফসল ও দক্ষিণ আমেরিকাতে বাংলাদেশের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। আর্জেন্টাইন ফুটবলের বিশ্বজয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণোচ্ছল উদযাপনে আর্জেন্টিনার জনগণ ও রাষ্ট্রপতি অভিভূত হয়েছেন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি আলবার্তো বলেন, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে বন্ধন ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির একটি অর্থবহ ও শক্তিশালী মাধ্যম।

ঢাকায় আর্জেন্টিনার দূতাবাস চালু হলে দক্ষিণ আমেরিকাতে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সয়াবিন উৎপাদক দেশ আর্জেন্টিনা থেকে সয়াবিন তেল আমদানি সহজতর হবে। সেইসাথে মুক্ত বাণিজ্য জোট ‘মারকসুর’- এর বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশ বেগবান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৩০

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানের স্বীকৃতি

**প্রথমবারের মত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমার বিষয়ক রেজ্যুলেশন**

নিউইয়র্ক, ২২ ডিসেম্বর:

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মত ‘মিয়ানমারের পরিস্থিতি’ বিষয়ক একটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়েছে। এতে মিয়ানমারের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জরুরি অবস্থা, বন্দি মুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। রেজুল্যুশনটির উপর ভোট আহবান করা হলে তা ১২-০ ভোটে অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবনার বিপক্ষে কোন সদস্য ভোট অথবা ভেটো প্রদান করেনি । চীন, ভারত ও রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। রেজ্যুলেশনটিতে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রশংসা করে এই সমস্যা সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদের জোরালো ভূমিকার দাবি জানায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স, মেক্সিকো, গ্যাবন এবং নরওয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বক্তব্যে রেজ্যুলেশনটি উত্থাপন করার জন্য যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। রেজ্যুলেশনটি রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানের প্রতি জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষমতাধর অঙ্গটির শক্তিশালি সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ।

মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের অমানবিক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে ২০১৭ সালে ৮ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাসহ এ পর্যন্ত ১.২ মিলিয়নের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারণে তাদের অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান করেন এবং শুরু থেকেই তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে জোরালো দাবি উত্থাপন করে আসছেন। এই প্রস্তাবনা অনুমোদিত হওয়ার ফলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের নিয়মিত কার্যকলাপের অংশ হয়ে গেল। একই সাথে এটি রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালি ও ত্বরান্বিত করবে।

রেজ্যুলেশনটিতে বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, নিরাপত্তা ও মানবিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা সঙ্কটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তাদের নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবসনের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে আহবান জানায়। মিয়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা যে রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ বাসভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলবে, সে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া, এ সমস্যার সমাধানে ২০২১ সালে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের গৃহীত পাঁচ দফা ঐক্যমত্যের দ্রুত ও পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এর বাস্তবায়নে জাতিসংঘের কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হবে কিনা সে বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূতকে আগামি বছরের ১৫ মাচের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন রেজ্যুলেশনটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী ও অস্থায়ী বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সাথে প্রয়োজনীয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে রেজ্যুলেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রেজ্যুলেশনটির পেন হোল্ডার (মূল স্পন্সর) নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্য। বিগত তিনমাস ধরে রেজ্যুলেশনটির নেগোসিয়েশন শেষে গতকাল এটি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়।

#

পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১০১৫ ঘণ্টা